১০৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 SEP 1996

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সিরাজগঞ্জের শিক্ষাঙ্গনে চুক্তি

সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি সই হওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে গত পরশু। চুক্তিটি সই হয়েছে সেখানকার বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে। নয় দফার এই শান্তি চুক্তিতে সই করেছেন সেখানকার বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। সেখানকার পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে গত শনিবার স্বাক্ষরিত এই চুক্তি সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ জেলার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে খবরে বলা হয়েছে। এই চুক্তির মধ্যে আছে ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিং বা আন্দোলন করাকালীন কোন ছাত্র সংগঠন অশালীন, উস্কানিমূলক ও অরাজনৈতিক শ্লোগান বা বক্তব্য দিতে পারবে না। একে অপরের মিছিল-মিটিংয়ে হামলা আঘাত বা কোন নেতা-কর্মীর গায়ে আঘাত করা হতে বিরত থাকবে, একে অপরের বাড়ি, অফিস, দোকানপাট ও যানবাহনে হামলা ও ভাংচুর করতে পারবে না। দলের নেতানেত্রীসহ মরহুম নেতাদের বিরুদ্ধে কটূক্তি বা অশালীন বক্তব্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকবে। অছাত্র এবং বহিরাগত ছাত্ররা ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে পারবে না। অস্ত্রধারী, বোমা হামলাকারীদের গ্রেফতারের পর কোন দলের পক্ষ হতে সুপারিশ বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিরাজগঞ্জের এই চুক্তিটি সম্পর্কে এক কথায় যা বলা যায় তা হচ্ছে—অপূর্ব! এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। সিরাজগঞ্জ জেলাসহ সারা দেশের সকল ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং গোটা দেশের নাগরিকরা আজকের দিনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের ব্যাপারে যা প্রত্যাশা করেন— এই চুক্তির ঐ দফাগুলোয় ঠিক সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ স্বাভাবিক অর্থাৎ লেখাপড়ার উপযোগী রাখার জন্য যা প্রয়োজন, গোটা এলাকার পরিস্থিতি সুন্দর রাখার জন্য যা প্রয়োজন, ঐ চুক্তিতে তারই যথাযথ ব্যবস্থা চিহ্নিত হয়েছে। এলাকায় শিক্ষাঙ্গনের সমগ্র পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার সত্যিকার রূপরেখাই চিহ্নিত হয়েছে ঐ দফাগুলোয়। এ চুক্তি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যাঁরা এতে সই করেছেন, যাঁরা এই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব করেছেন সিরাজগঞ্জের দু'টি দলের সেই নেতৃবৃন্দ শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে তাঁদের যথোচিত দায়িত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন।

প্রচণ্ড দারিদ্র্য, ব্যাপক অশিক্ষা, ভয়াবহ পশ্চাৎপদতা ও অনগ্রসরতার কারণে বিশ্বের সত্যিকার উন্নয়নের কেন্দ্র থেকে বহু যোজন দূরে পিছিয়ে-থাকা বাংলাদেশের ভবিষ্যত আশার আলো আমাদের ছাত্রসমাজ। এই ছাত্ররা যেসব উচ্চ বিদ্যায়তনে লেখাপড়া করছে, সেগুলোর পরিবেশ যে কোন নাগরিকের জন্য মর্মপীড়ার কারণ। একদিন, দু'দিন বা দুই-একমাস নয়, বছরের পর বছর বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে চলেছে এই অবস্থা। যাঁরা পয়সা খরচ করে ছেলেমেয়েদের এসব উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে পড়তে পাঠান, এদেশের সেই সব পিতামাতাসহ সমগ্র দেশবাসীকে দিনের পর দিন ঐসব অঙ্গনের পরিস্থিতির কারণে সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। সন্তানদের কখন কি হয় সে আশঙ্কায় তাঁদের কাটাতে হয় দিন। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বার বার পরিণত হয়েছে অশান্তির কেন্দ্রে। হানাহানি, মারামারি, বন্ধ হয়ে যাওয়া, ক্লাস না হওয়া, পড়াশোনা পিছিয়ে যাওয়া— এগুলোই হয়ে উঠেছে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস একটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। আধিপত্য বিস্তার, শক্তিমত্তার দেখানোর চেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপারও সেখানকার পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে দিনের পর দিন। এই বিষাক্ত পরিবেশের শিকার হয়েছে বহু মেধাবী তরুণ। পড়াশোনার ক্ষতি তো হয়েছেই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখ এবং লজ্জার কথা, ঐসব বিদ্যাপীঠে কলহ-কোন্দলে ঝরেছে অনেক রক্ত। জীবনও দিতে হয়েছে অনেক সম্ভাবনাময় তরুণকে। এই পরিস্থিতির স্থায়ী অবসান দরকার। ছাত্রসমাজ এটা উপলব্ধি করে তীব্রভাবে। সেই উপলব্ধিরই অভিপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক চুক্তিতে। ঐ চুক্তিই সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে আশার আলো জ্বেলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐ চুক্তিই দেখিয়েছে শিক্ষাঙ্গনকে ছাত্রসমাজ শিক্ষার উপযুক্ত পবিত্র অঙ্গনই রাখতে চায়। তারা অশান্তি চায় না। তারা শান্তির পক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, ভারপ্রাপ্ত প্রোক্টর এবং ছাত্রঐক্যের নেতাদের মধ্যস্থতায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ঐ চুক্তিটিকে সামগ্রিক অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সংগঠনের চুক্তি বলে অভিহিত করা যায়। ঐ চুক্তিই দেশে অনুরূপ অন্যান্য চুক্তি প্রণয়নের প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে ও করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ পুনর্প্রতিষ্ঠা এবং সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো ঐকমত্যে পৌঁছে এবং ঐতিহাসিক ঐ চুক্তি সম্পাদন করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই দৃষ্টান্তের পাশাপাশি যুক্ত হলো সিরাজগঞ্জের উল্লিখিত চুক্তিটি। সিরাজগঞ্জের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে যে কাজটি করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, অভিনন্দনযোগ্য। তাঁদের এই দৃষ্টান্ত দেশের অন্যান্য এলাকাতেও অনুসৃত হবে এবং সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সত্যিকার লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরে আসবে, স্থায়ী হবে এবং চিরতরে সকল সংঘাত-সংঘর্ষ দূর হবে— সকলের এটাই ঐকান্তিক কামনা।

সবার ঐকান্তিক প্রত্যাশা, এই চুক্তিগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালনেও সংশ্লিষ্ট সকলেই যথাসাধ্য করবে। চুক্তি প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু তার বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে ঐ চুক্তি সম্পাদনের প্রকৃত সার্থকতা।